দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

SEP. 25 2003

মাদ্রাসা বোর্ডের মাধ্যমিক স্তরের পুরনো কারিকুলামের বই বিক্রির চেষ্টা

রাশেদ মেহেদী ॥ নতুন কারিকুলাম প্রস্তুত হলেও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ২০০৩ শিক্ষা বর্ষের মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি। বোর্ড সূত্র জানিয়েছে, গত বছর বোর্ডের বই মুদ্রণ ও প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত জালিয়াতচক্র পুনরায় পুরনো কারিকুলামের বই বাজারজাত করার চেষ্টায় বই মুদ্রণ প্রক্রিয়া শুরুর কাজে বিলম্ব ঘটাচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত ১৮ বছর যাবৎ পুরনো কারিকুলামের বই মাদ্রাসা বোর্ড বাজারজাত করছে। এই বই অসংখ্য ভুল তথ্য; এমনকি '৪৭ এর-পর বাংলাদেশের ইতিহাসের অংশও এতে সন্নিবেশিত হয়নি। গত বছর ৯টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এবং বোর্ডের অসাধু কর্মকর্তারা দরপত্র সিডিউলের নিয়ম ভঙ্গ করে বাজারের সবচেয়ে নিম্নমানের কাগজে এসব ভুল তথ্যে ভরা বই বাজারজাত করে। বিষয়টি নিয়ে দেশের প্রায় সবগুলো জাতীয় দৈনিকে একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা উপ-মন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু সে সময় জালিয়াতচক্রের বিরুদ্ধে নিজেই অভিযানে নামেন এবং জালিয়াতির দায়ে ৯টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৮৪ সাল থেকে একই বই মাদ্রাসা বোর্ড পুনর্মুদ্রণ করে বাজারজাত করছে। এ সময়ে দেশের সাধারণ শিক্ষার কারিকুলাম একাধিকবার পরিবর্তন হলেও মাদ্রাসা বোর্ডের কারিকুলাম চেষ্টা ঃ পৃঃ ১১ কঃ ২

চেষ্টা ঃ বই বিক্রির

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

পরিবর্তিত হয়নি।

পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে নতুন একটি কারিকুলামের আওতায় পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা নেয়া হলেও গত ৫ বছরে তা বাস্তবায়িত হয়নি। বিষয়টি নিয়ে গত বছর পত্র-পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশের পর এ বছর একটি নতুন কারিকুলাম ইতোমধ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে বলে বোর্ড সূত্র জানিয়েছে। সূত্র জানায়, কারিকুলাম বাস্তবায়িত হলেও বই মুদ্রণ প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি। অথচ নতুন বছরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের প্রক্রিয়া জুন মাস থেকে শুরু হওয়ার কথা। যেমন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ছয় মাস আগ থেকেই মুদ্রণ প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সূত্র জানায়, এখনও দরপত্র আহ্বান করা হয়নি, কবে দরপত্র আহ্বান করা হবে সে ব্যাপারে বোর্ডের কোন উদ্যোগ নেই। এ মুহূর্তেও দরপত্র আহ্বান করা হলে প্রায় একমাস সময় যাবে দরপত্র জমা ও বাছাইয়ের কাজে। এরপর নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্যাদি যাচাই করতে আরও বেশ কিছুদিন সময় প্রয়োজন। তারপর কার্যাদেশ, এরপর চূড়ান্ত মুদ্রণ শুরু হবে। সব মিলিয়ে কমপক্ষে ছয় মাস সময় প্রয়োজন। সে কারণে এ মুহূর্তে প্রক্রিয়া শুরু হলেও নির্ধারিত সময়ে বই মুদ্রণ সমাপ্ত হবে না।